মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী ইউপি সদস্য নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী সদস্য কহিনুর বেগম সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সন্ধ্যার দিকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। কোহিনুর বেগম আশরাফপুর গ্রামের আব্দুল আজিজের স্ত্রী।

এর আগে সকাল ১০টার দিকে কোহিনুর বেগম একই ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর ফিরাতুল ইসলামের সঙ্গে মোটরসাইকেলে আশরাফপুর থেকে মেহেরপুর আসার সময় পড়ে গিয়ে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে কুষ্টিয়ায় পাঠানো হয়। সন্ধ্যায় তার মরদেহ গ্রামের বাড়ি পৌঁছেছে।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুরের মাওলানা আনিছুর রহমানের ইন্তেকাল

মেহেরপুর প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স এর জেলা ইনচার্জ মাওলানা আনিছুর রহমান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধার পর কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এর আগে সকালের দিকে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে, বিকালে তাকে কুষ্টিয়া রেফার্ড করেন চিকিৎসক।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, দুই মেয়ে সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

তবে জানাজার সময় এখনো জানা যায়নি।

গাংনীতে ভূঁয়া কাগজে রাজু এখন প্রধান শিক্ষক

গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইচ.বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ।শিক্ষক নিবন্ধন ছাড়া এবং নিয়োগ ছাড়াই শ্বশুর প্রাক্তণ প্রধান শিক্ষক ও তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মামা শ্বশুরের বদৌলতে সীল স্বাক্ষর জাল করে সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে এমপিও করে বেতন ভুক্ত হয়।

জানা গেছে,২০০২ সালে সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে অবৈধ নিয়োগ গ্রহণ করেন। গাংনী উপজেলার দুর্নীতিবাজ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসারের যোগসাজশে ভূঁয়া কাগজ পত্র শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করে বৈধতা নেয়ার চেষ্টা করে।

তার নিয়োগ বিধি মোতাবেক কাম্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞা না থাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাকে বেতন বাতিল করে। যার পক্ষে বৈধ কাগজ পত্র না থাকায় রাজু আহমেদ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে তিনি ২০০৭ সালে আবারও অফিসকে ম্যানেজ করে অবৈধভাবে পুনরায় নিয়োগ ও নিবন্ধন ছাড়াই বেতন ভুক্ত হয়।

হাড়াভাঙ্গা গ্রামবাসীর পক্ষে লিখিত অভিযোগে খাইরুল ইসলামের ছেলে জিয়ার ছাড়াও বেশ কয়েকজন জানিয়েছেন, দুর্নীতিবাজ এই শিক্ষক আদম ব্যবসার অন্তরালে অসহায় লোকজনকে প্রতারিত করে চাকুরিসহ নানা প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ বাণিজ্য ও সুদ ব্যবসা করে গাড়ি বাড়ীর মালিক বনেছেন। ২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তিনি আবারও এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে বহাল তবিয়তে চাকুরী করছেন।

গ্রামবাসীর আবেদন, দুর্নীতিবাজ আদম ব্যবসায়ী শিক্ষক নিবন্ধন ছাড়াই এবং ভূঁয়া ইনডেক্সে অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রধান শিক্ষক হিসাবে কিভাবে নিয়োগ পেয়ে বেতনভুক্ত হলেন!

বিষয়টি নিয়ে এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের সাথে কথা বলতে বার বার মোবাইল ফোনে চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

এব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করা হয়েছে। সচেতন মহলের দাবি, সরেজমিনে তদন্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন ছাড়া ও ভূঁয়া ইনডেক্সধারী অবৈধ প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অপসারণ ও উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ফিরিয়ে আনতে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

মহান স্বাধীনতা দিবসে মেহেরপুর জেলা বিএনপির পুস্পমাল্য অর্পণ

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে শহীদ বেদীতে পুস্পমাল্য অর্পণ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে শহীদ বেদীতে পুস্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

এসময় সময় জেলা বিএনপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী সাব রেজিষ্টারের বিরুদ্ধে নানা বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সাব রেজিষ্টার মাহফুজ রানা যোগদানের পর থেকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে গাংনী সাব রেজিষ্ট্রি অফিস।

কয়েকজন দলিল লেখক জানান, সাব রেজিষ্টার মাহফুজ রানা যোগদানের পর থেকে গাংনী সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে কর্মরত কতিপয় অফিস সহকারী ও দলিল লেখকদের মাধ্যমে ক্রেতা বিক্রেতাদের কাছ থেকে নানা অজুহাত দেখিয়ে মোটা অংকের টাকা নিয়ে পকেটস্থ করছেন।

এছাড়া হাতে লেখা দলিল দিয়েই এখানে রেজিস্ট্রি কার্যক্রম চলছে। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা জানান, অফিসের ভিতরে যথা নিয়মেই কাজ কর্ম চলছে। সরকারী ফিস রিসিভের মাধ্যমে জমা নেওয়া হয়। তবে অফিসের বাহিরে দলিল লেখকরা কে, কি করছেন সেটা তার জানা নয়।

সরেজমিনে আজ মঙ্গলবার সাকালে গিয়ে জানা গেছে সাব রেজিষ্ট্রিার আজ সকালে তিনি মহুরীদের ডেকে দলিল প্রতি আরও ১ টাকা অতিরিক্ত আদায়ের জন্য নিদের্শ প্রদান করেছেন।

কয়েকজন মহুরী জানান, আমাদের লাইন্সি নবায়ন বাবদ হাসনা হেনা বকুল আমাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ২৩শত টাকা নিয়েছে আজ পর্যন্ত নবায়ন করা হয়নি।সরকারী নিয়ম অনুযায়ী হেবা দলিলে ৫০০শত টাকার স্ট্যাম্প ও ফিস বাবদ ৭০০শত টাকা নেয়ার নিয়ম থাকলে ও অফিসে অতিরিক্ত ৭০০শত টাকার পরির্বতে ১২শত টাকা ও ফালিং বাবদ ৩৫০ টাকা অতিরিক্ত আদায়ের জন্য বাধ্য করেছে।এই টাকার কোন রশিদ দেওয়া হয়না।

জানা গেছে, গাংনী সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে অডিট ব্যয়, নজরানা ও দলিল ফাইলিংয়ের নামে দলিল প্রতি ৩৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা, মসজিদ উন্নয়ন বাবদ ৫০ টাকা ও নকল সরবরাহের জন্য এক হাজার টাকা থেকে দেড় হাজার টাকা, হেবা দলিল প্রতি ৫০০ টাকা সাব রেজিষ্টারসহ অফিসের কর্মচারীরা নিয়ে থাকেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় দলিল লেখকসহ ভূক্তভোগীরা।

আরো জানা যায়, নাম্বার রিং দলিল প্রতি ২ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। এসব টাকা আদায়ের দায়িত্বে রয়েছে অফিস সহকারী হাসনা হেনা বকুল, স্টাফ রতন, অফিসের পিয়ন মহিবুল ইসলাম, বশির আহমেদ। ওই টাকাগুলো সাব-রেজিষ্টার সহ সকল কর্মচারীরা ভাগ-বাটোয়ারা করে থাকেন বলে জানা গেছে।

গাংনী সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের সরকারী নিয়মানুযায়ী ইউনিয়নের কৃষি জমি ৭%, অকৃষি জমি ৮%, পৌর সভার মধ্যে ২%, প্রিন্টসহ হলফনামা বাবদ ৩০০ টাকা, ই-এ-এন বাবদ ২২৫ টাকা, পে- অর্ডার, নোটিশ বোর্ড ফিস বাবদ ২০০ টাকা ও দলিল লেখকদের লেখা খরচ বাবদ ৮২৫ টাকা উল্লেখ থাকলেও দলিল লেখক সমিতি নানা কারণ দেখিয়ে অলিখিত সিন্ডিকেট তৈরী করে ক্রেতা বিক্রেতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছেন।

ভবানিপুর গ্রামের ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম জানান, আমার জামায়ের জমি রেজিস্ট্রি করার সময় ফাইলিং বাবদ ৫০০টাকা অতিরিক্ত নিয়েছে মহুরী। অফিস স্টাফ বশির আহমেদ মসজিদ উন্নয়নের নামে ৫০টাকা নিয়েই তবে টিপসই নিয়ে থাকেন।

সমপ্রতি ধর্মচাকী গ্রামের রবিউল ইসলাম জানান,আমার স্ত্রীকে তার মায়ের জমি হেবা দলিলের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি করার সময় মহুরী আমার কাছ থেকে অতিরিক্ত অফিস খরচ বাবদ ১হাজার টাকা বেশি নিয়েছে মোট ৬ হাজার টাকা নিয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের বেক্রা ইসমাইল হোসেন বলেন, আমার জমি হেবা দলিলের মাধ্যমে আমার ভাইকে দিতে গেলে মহুরী আমার কাছ থেকে ৩হাজার ৫০০টাকা গ্রহন করেন।জানতে চাইল তিনি বলেন,অফিসের খরচ ২হাজার ৫০০টাকা দিতে হয়।আমারা লেখা খরচ থাকে মাত্র ১হাজার টাকা। এক প্রশ্নেনের জাবাবে মহুরী বলেন,আমারা চাকুরী করি সাব রেজিষ্ট্রারের অনুকুলে তাদের টাকা না দিলে লাইন্সি বাতিল করে দেওয়ার ভয়দেখান।

কুঞ্জনগর গ্রামের মকলেছুর রহমান জানান, জমি রেজিস্ট্রি করার সময় ফাইলিং বাবদ ৪০০ টাকা ও ঘোষণাপত্র বাবদ ৬০০ টাকা নেয়া হয়েছে। একই সাথে নকল সরবরাহের জন্য মহুরী এক হাজার টাকা নেন। এ টাকার কোন রশিদ দেননি তিনি। একই কথা জানালেন হোগলবাড়িয়া গ্রামের শামীম।

এব্যাপারে দলিল লেখক সমিতির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন পিন্টু

জানান, সাব রেজিষ্টার মাহফুজ রানা যোগদানের পর থেকে দলিল লেখকদের কাছ থেকে অফিস খরচ বাবাদ সাব রেজিস্ট্রি অফিস কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ৩৫০ টাকা করে গ্রহণ করেন। এই টাকার কোন রশিদ আমাদেরকে দেওয়া হয়না। হেবা দলিলে ৫০০টাকা নিয়ে থাকেন। এই টাকারও কোন রশিদ দেওয়া হয়না। আমরা এর বাইরে ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট থেকে টাকা আদায় করিনা।মুজিববর্ষ পালনে স্যারের ফকেটের টাকা খরচ হওয়ায় স্যার আবারও দলিল প্রতি ১টাকা আদায় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম জানান, আমরা অফিসের বাইরে কোন টাকা আদায় করিনা। অফিস খরচ বাবদ ৩৫০ টাকা অতিরিক্ত নেওয়া হয়। হেবা দলিল প্রতি ৫০০টাকা অফিস নিয়ে থাকে।এ টাকার সরকারী কোন রশিদ আমাদেরকে দেয় না। তিনি বলেন, টাকা নেয় অফিস, আর নাম হয় দলিল লেখকদের। আমাদের নিকট থেকে টাকা না নিলে আমারা ক্রেতা-বিক্রেতার কাছ থেকে আরো কম টাকা নিতে পারতাম।

গাংনী উপজেলা সাব রেজিষ্টার মাহফুজ রানা এসব অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, আমি যত দিন আছি কোন অনিয়ম হবে না। সরকারি রশিদ ছাড়া কোন টাকা নেওয়া হয়না। মহুরীরা আমার নাম ব্যাবহার করলে আমার কিছু করার নেই। তবে আমি আসার পার দেখি এখানে ভুয়া সাংবাদিক ও কিছু নেতা,গাঁজা খোর অফিসে মাসুয়ারা নিতো আমি আসার পর সেটি বন্ধ করে দিয়েছি।আমি আগে এটিএন বাংলা টিভি তে সাংবাদিকগতা করতাম মুন্নিশাহার সাথে আমার পরিচয় আছে।

আপনারা কে আমার কথা রেকর্ড করার কী ভাবে সংবাদ নিতে হয় আমার কাছ থেকে জেনে যাবেন।আমার নামে কোন নিউজ হলে আপনারদের বিরুদ্ধে অনেক পত্রিকায় আমি নিউজ করবো।আমার সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা হয়।আমার বাবা আওয়ামীলীগের লেডার।আমি বাহিরাগতদের এখানে প্রবেশ করতে দেবনা।তিনি আরও বলেন আমার অফিসে অনিয়ম হলে সাংবাদিকদের কী তারা আমার অফিসের তদন্ত করার কে আমার অফিসের ব্যাপার অমি বুঝবো।

মুজিবনগর লক ডাউন, কোন ভাবেই

মানছে না সামাজিক দূরূত্ব

করোনা ভাইরাস মোকাবেলাই জনগনণর সমাগম ঠেকাতে মুজিবনগরের সকল দোকান পাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে কোন ভাবেই কি মানছে না সামাজিক দূরূত্ব?

বিকাল হলেই বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে লোক সমাগম করতে। করোনা ভাইরাস নামের এই মরণঘাতির টেনশন থাকছেই না কারো মাথায়। যে যার ইচ্ছেমত চলাফেরা করছে। কোন কোন স্থানে জনগণ একসাথে বসে আড্ডা দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন থেকে জনসমাগম ঠেকাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব সময় অভিযান চালানো হচ্ছে। তবুও কিন্তু কোন ভাবেই কমছে না জনগনণর মেলামেশা।

আজ বৃহস্প্রতিবার বিকালে ঘুরে ঘুরে কয়েক জায়গায় দেখা গিয়েছে জনগস দিদারছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন কোন যায় গায় মাছায় বসে থাকতে দেখা গিয়েছে।

যেখানে চায়ের দোকানে লোকসমাগম ঠেকাতে চায়ের দোকান গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বন্ধ চায়ের দোকানেই জনগণ বসে শুরু করছে মনের সুখে গল্প।

করোনা ভাইরাস কি, জানেই না গ্রামের মানুষ

সারা বিশ্ব যখন আতঙ্কিত, হাজার হাজার লাশের মিছিল। সারা বাংলাদেশ যখন অবরুদ্ধ। এমন অবস্থায় করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কিছুই জানেনা বলে দাবি করেছেন মেহেরপুরের বেশ কয়েকটা গ্রামের মানুষ। শহর এলাকার লোকজন কিছুটা সচেতন হলেও অনেকটা উদাসিন গ্রামের মানুষ।

গত ২৪ মার্চ সন্ধা ৭টা থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাতীত সকল দোকানপাট বন্ধ ঘোষনা করা হয়। সেই সাথে জেলা প্রশাসনের পক্ষ

থেকে লক ডাউন নিশ্চিত করতে কয়েক দফা অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের সাথে যোগ হয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ও সেনা বাহিনী।

এছাড়াও প্রতিটি ওয়ার্ডে করোনা মোকাবেলার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারপরও গ্রামের মানুষজন এ বিষয়ে এখনো সঠিকভাবে অবগত নয়। বৃহস্পতিবার মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে দেখা যায় স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা করতে। কোন রকম নিয়ম না মেনেই যেখানে সেখানে বসাচ্ছে আড্ডা।
বিকালে ও সন্ধায় গ্রামের চায়ের দোকান গুলোতে দেখা মিলছে লোকের সমাগম।

ইউপি সদস্য ও গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের ঘরে থাকার কথা বলা হলেও মানছে না অনেকেই।
বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী জানান, আমরা দিন আনি দিন খায়। আমরা ঘরে বসে থাকলে পরিবারের লোকজন না খেয়ে থাকবে। সেজন্য এই আতঙ্কের মধ্যেও আমাদের বাইরে বেরোতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাইনউদ্দিন বলেন, আমরা গ্রামের মানুষদের ঘরে থাকার জন্য বার বার অনুরোধ করছি। লোক সমাগম রোধে আমরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি।

জেলা প্রশাসক আতাউল গনি জানান, করোনা ভাইরাস যেন ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য সবাইকে ঘরে থাকার জন্য বলা হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দোকানপাট ছাড়া সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তিনি বলেন, সঠিক মূল্যে প্রয়োজনীয় পণ্য টিসিবি’র মাধ্যমে বিক্রি করা হচ্ছে। যদি এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগে তবে নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য সরকারি ভাবে খাদ্য সামগ্রী পৌছে দেওয়া হবে।

মেপ্র/এমএফআর

মুজিবনগরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে

স্বাধীনতা দিবস পালন

মুজিবনগরে স্বল্প জনসমাগমে সংক্ষিপ্ত পরিসরে যথাযথ মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে।

বৃহস্প্রতিবার সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে এ উপলক্ষে মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পন করা হয়।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী,মুজিবনগর থানার পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম ও উপজেলা আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস।

এ সময় বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, উপজেলা এলজিইডি ইন্জিনিয়ার শাহীন আক্তার, উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকার উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পমাল অর্পন শেষে পতাকা উত্তলোন করা হয়। এবং ১ মিনিট নিরবতা পালন করে দোয়া করা হয়।

এর আগে ৩১ বার তপধনির মধ্যে দিয়ে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়।

গাংনীতে পৃথক পৃথক ভাবে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

মেহেরপুরের গাংনীতে স্বল্প পরিসরে উদযাপিত হয়েছে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। বৈশ্বিক ব্যাধি নোভেল করোনা ভাইরাসের কারণে বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও দলীয় পর্যায়ে পৃথক ভাবে কর্মসূচী পালন করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক। পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে

পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক, গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুর রহমান ও সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন। পরে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গাংনী কমান্ড, বাংলাদেশ পুলিশ গাংনী থানা ও পৌর আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে উপজেলা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এ সময় গাংনী থানা কর্মকর্তা (তদন্ত ওসি) সাজেদুল ইসলাম, সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলমসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীসহ সরকারি অফিসের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে নোভেল করোনা ভাইরাসের প্রতিকার ও শহীদদের আত্মার মাগফেরাত করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন উপজেলা পরিষদ মসজিদের পেশ ঈমাম ইলিয়াস হোসেন।

অপর দিকে বৃহস্পতিবার সকাল ৭ টার দিকে গাংনী বাসষ্ট্যান্ডের রেজাউল চত্বরে পৌর আওয়ামী লীগের আয়োজনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাবলু ও সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, যুবলীগের সভাপতি আশরাফউদ্দিন বাবু, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনিক, স্বেচ্ছাসেবক লীগের আরিফুল ইসলাম সোবহান ও কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান নিজ নিজ সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ৮ টার দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে গাংনী বাসষ্ট্যান্ডের রেজাউল চত্বরে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৭৪ মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

পরে যুবলীগের পতাকা সাবেক প্যানেল মেয়র নবীর উদ্দিন, দলীয় পতাকা উপজেলা আওয়ামী লীগের গোলাম মোস্তফা, ছাত্রলীগের পতাকা হাসিবুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবক লীগের পতাকা আবুল বাশার, তাঁতী লীগের পতাকা মনিরুল ইসলাম ও আঃ মজিদ, মৎস্য লীগের পতাকা আলম ও খলিলুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, জেলা মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নুরজাহান বেগম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাষ্টার,বিশিষ্ট আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু ।

পতাকা উত্তোলন শেষে রেজাউল চত্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। পরে উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা শেষে সকল শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন শেষে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন ৭৪ মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

মুজিবনগরে সরকারি আইন অমান্য করায় ৬ ব্যবসায়ীর জরিমানা

সরকারি আইন অমান্য করে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় দোকান খোলার দায়ে ৬ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওসমান গনির নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ৬ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ১৭ হাজার ২শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

জানা গেছে সরকারি আইন অমান্য করায় মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের দোয়াত আলীর ছেলে সাদিকুল এর নিকট থেকে ১ হাজার টাকা, ঢোল মারি গ্রামের বুদু মন্ডলের ছেলে জোহানের ১ হাজার টাকা, রাজু জুয়েলার্সের মালিক আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে গোলাম মোর্তোজার ৫ হাজার টাকা, কোমরপুর বাজারের রোজ ফার্নিচারের মনোয়ারের ছেলে মাসুদের ৫ হাজার টাকা, শিবপুরের মনোরদ্দীনের

ছেলে সুইটের ২শ টাকা এবং কেদারগঞ্জ বাজারের চুয়াডাঙ্গা ফার্নিচারের হোসেন আলীর ছেলে মামুনের নিকট থেকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।